উপ-উপাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

প্রফেসর ড. মোঃ তারিকুল ইসলাম ২৭ জুলাই ২০২৬ তারিখে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পূর্বে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারীজ বিভাগের প্রফেসর (গ্রেড-২) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮১ সালে বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার কাথহালি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মোঃ মুসলিম উদ্দিন একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা রাজস্ব কর্মকর্তা পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং মাতা তাহেরা বেগম ছিলেন একজন গৃহিণী। তাঁরা সাত ভাই ও তিন বোন। তাঁর সহধর্মিণী মোছাঃ সুফিয়া আকতার বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা এবং বর্তমানে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহীতে প্রাণীবিদ্যা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তিনি দুই কন্যা সন্তানের জনক।

তিনি ১৯৯৫ সালে প্রি-ক্যাডেট হাই স্কুল, বগুড়া থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এস.এস.সি. এবং ১৯৯৭ সালে সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০১ সালে (পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০০৩ সালে) বি.এসসি. ইন ফিশারিজ (সম্মান) এবং ২০০৪ সালে ফিশারিজ টেকনোলজিতে এম.এস. ডিগ্রি অর্জন করেন; উভয় ডিগ্রিতেই তিনি প্রথম শ্রেণি অর্জন করেন। পরবর্তীতে চাকরিরত অবস্থায় শিক্ষাছুটি নিয়ে তিনি ২০১০ সালে ইরাসমাস মুন্ডাস (Erasmus Mundus) স্কলারশিপের আওতায় ইউরোপিয়ান মাস্টার্স ইন ফুড সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড নিউট্রিশন (European Master's in Food Science, Technology and Nutrition) ডিগ্রি অর্জন করেন। এ উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনি আয়ারল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মানি ও পর্তুগালের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি শিক্ষাছুটি নিয়ে জাপান সরকারের মনবুকাগাকুশো (Monbukagakusho) স্কলারশিপের আওতায় জাপানের কিউশু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১৫ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর উচ্চশিক্ষার এই ধারাবাহিকতা দেশ-বিদেশে তাঁর একাডেমিক ও গবেষণাগত উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দুই দশকের শিক্ষকতা ও গবেষণা অভিজ্ঞতায় তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৬ সাল থেকে প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য

সংযোজিত মৎস্যপণ্য উন্নয়ন, খাদ্যের গুণগত মান ও নিরাপত্তা, পরিবর্তিত বায়ুমণ্ডল প্যাকেজিং (Modified Atmosphere Packaging), বায়োফিল্ম গঠন ও প্রতিরোধ এবং মৎস্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন।

তাঁর তত্ত্বাবধানে বর্তমানে ৩ জন পিএইচডি গবেষক গবেষণা পরিচালনা করছেন এবং ২৩ জন মাস্টার্স ও ২৫ জন স্নাতক গবেষক সফলভাবে গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। তার তত্ত্বাবধানে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার অর্থায়নে এ পর্যন্ত প্রায় ৩ কোটি টাকা মূল্যের ১৩টি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, যার মধ্যে ১টি প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে। দেশি-বিদেশি স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে তাঁর ৩৫টি গবেষণা প্রবন্ধ এবং মৎস্যবিষয়ক বিভিন্ন সংকলনে ৫টি প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর নেতৃত্বে ৫টি মৎস্য বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।

দেশ-বিদেশে ৩০টিরও অধিক সেমিনার ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গবেষণা উপস্থাপনার জন্য ৬টি শ্রেষ্ঠ উপস্থাপনা (Best Presentation) পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরাও আরও ৬টি পুরস্কার অর্জন করেছেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে চেয়ার এবং কী-নোট বক্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া মৎস্যভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন সংস্থার আয়োজনে ১৩টি প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক জার্নালের রিভিউয়ার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রমোশন নির্বাচন বোর্ডের সদস্য এবং দেশি-বিদেশি একাধিক পেশাজীবী সংগঠনের আজীবন সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বর্তমানেতিনটি পেশাজীবী সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটিতে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত রয়েছেন।